মুহাম্মাদ ﷺ
দ্যা আল্টিমেট লিডার

ড. দাউদ বাচলার

অনুবাদ
সিদ্দিক স্বপন | ওয়াহিদুল হাদী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ১৬

নবি-রাসূলের বার্তার উৎস ছিল এক ১৮

মুহাম্মাদ (সা.); সর্বশেষ নবি ২০

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : জন্মগত নাকি অর্জিত ২২

আল্লাহর সাথে রাসূল (সা.)-এর সম্পর্ক ২৩

পবিত্র কুরআনের মুজিজা : তাঁর নবুয়তের প্রমাণাদি ২৭

নবিজির বৈচিত্র্যময় নেতৃত্ব ৩০

সর্বশেষ রাসূল ৩০

উম্মাহর নেতা ৩১

প্রধান বিচারক ৩৩

শিক্ষক ও পরিচালক ৩৩

পরিবারের কর্তা ৩৭

রাসূল (সা.)-এর বংশ তালিকা ৩৮

মক্কায় রাসূল (সা.)-এর পরিবার ৪০

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের সময় মদিনায় তাঁর পরিবার ৪১

ব্যবসায়ী ৪৫

মিলিটারি কমান্ডার ৪৮

পশ্চিমা মানদণ্ডে নেতৃত্বের গুণাবলি ৫২

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় অবিচল ৫৩

নীতিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব ৫৫

মুহাম্মাদ (সা.); মানবজাতির রহমত ৫৮

অনুসারীদের নিয়ে উদ্‌বেগ ৬০
নেতৃত্বের অনন্য আদর্শ ৬৩
নমনীয় নেতৃত্ব ৬৪
আত্মত্যাগ ৬৭
উদারতা ও ক্ষমাশীলতা ৬৯
সবকিছুকে সহজ করা ৭২
রহমাতুল্লিল আলামিন ৭৩
সক্ষমতা ৭৬
সাহস ও সাহসিকতা ৭৭
বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যবাদিতা ৮০
ধৈর্য ও অধ্যবসায় ৮৪
সঠিক সিদ্ধান্ত ৮৬
আশাবাদী, প্রফুল্ল ও আত্মবিশ্বাসী ৮৭
নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনকারী ৯২
আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও আত্মশৃঙ্খলার উন্নয়ন ৯৮
আলোচনা ১০৩

নবিজির ব্যবস্থাপনা নীতি ১০৬

শূরা : পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ১০৭
ন্যায়পরায়ণতা (আদল) ১১০
সাংগঠনিক ন্যায়বিচারের প্রকারভেদ ১১১
সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার ১১৫
জবাবদিহিতা ১২০

দ্যা আল্টিমেট লিডার ১২৭

ইসলামপূর্ব জাহেলি সমাজ ১২৭
রূপান্তরমূলক অর্জন ১৩০
পরিবর্তনশীল তত্ত্ব এবং নবিজির পরিবর্তনশীল নেতৃত্ব ১৩৩
ইসলামি সভ্যতার বৈশ্বিক প্রভাব ১৪০

দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি

খালিদ ইয়াসিন এমন পাঁচজন অমুসলিম জীবনীকার সম্পর্কে বলেন, ইতিহাসের পাতায় যারা শ্রেষ্ঠ নেতাদের খুঁজে বেড়িয়েছেন, তাদের মধ্যে তিনজন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান—মানবেতিহাসের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.) ছাড়া আর কেউ নন।[১]

এই জীবনীকারদের একজন মাইকেল এইচ হার্ট; যিনি ছিলেন খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। তিনি অভিমত দেন—

> ‘যিশুখ্রিষ্ট কারও পিতা ও স্বামী ছিলেন না। ছিলেন না কোনো শাসক, মিলিটারি কমান্ডার; এমনকি রাষ্ট্রনায়কও। তাই তিনি আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হতে পারেন না। অন্যদিকে, মুহাম্মাদ আধ্যাত্মিক দিক থেকে যিশুখ্রিষ্টের মতোই প্রভাবশালী হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও সর্বকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতাদের তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন।’[২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) পার্থিব ও আধ্যাত্মিক; উভয়ক্ষেত্রেই নেতা ছিলেন। এটাই আমাদের মূল চাবিকাঠি। এ দুইয়ের সমন্বিত নেতৃত্বই পৃথিবীতে আজ বড়ো বেশি প্রয়োজন। যদিও খ্রিষ্টানরা হার্টের পছন্দের তালিকার প্রথমেই মুহাম্মাদ (সা.)-এর নাম দেখে অবাক হতে পারেন। কিন্তু তিনি তার পছন্দের কারণ দেখিয়েছেন—

> ৎ‘মুহাম্মাদকে যিশুখ্রিষ্টের ওপর স্থান দেওয়া হয়েছে দেখে অবাক হতে পারেন। কিন্তু স্থান দেওয়ার দুটি প্রধান কারণ আছে। প্রথমত, খ্রিষ্টধর্মের বিকাশে যিশুর চেয়ে ইসলামের বিকাশে মুহাম্মাদ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও খ্রিষ্টধর্মের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি শেখানোর দায়িত্বে ছিলেন (যা ইহুদি ধর্ম থেকে ভিন্ন) সেইন্ট পল। তিনি ছিলেন খ্রিষ্ট ধর্মতত্ত্বের বিকাশকারী, প্রধান ধর্মপ্রচারক এবং নিউ টেস্টিমনের বড়ো অংশের লেখক। অথচ সেখানে মুহাম্মাদ (সা.) নিজেই ইসলামের নৈতিকতা, নৈতিকতার মান এবং ইসলামি ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। মূলত তিনি ইসলামের বিকাশের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেন।’[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র নিয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ-

‘অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর জীবনেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ সূরা আহজাব : ২১

---

১ খালিদ ইয়াসিন, Talk : The Most Influential Man Who Ever Lived.

২ মাইকেল এইচ. হার্ট, *The 100 : A Ranking of the Most Influential Persons in History*.

৩ হার্ট, *The 100*, পৃষ্ঠা. ৩৮-৩৯

আল্লাহ আরও বলেন—

‘কেন তোমরা মুহাম্মাদকে আদর্শ হিসেবে নাও না এবং অনুসরণ করো না?’[৪]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির (রহ.) স্পষ্ট করে বলেন—‘এই আয়াতকে শক্তিশালী করার জন্য কুরআনে আরেকটি আয়াতে আছে—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ -

‘আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।’ সূরা কলম : ৪

আয়িশা (রা.)-কে একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন—‘রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র ছিল কুরআন।’

তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই ছিল পবিত্র কুরআনের বাস্তবিক প্রতিচ্ছবি। কালামে পাকে বর্ণিত গুণাবলির তিনি ছিলেন মূর্তপ্রতীক। ইবনে কাসির (রহ.) এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন—‘কুরআনে যা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি তা করেছেন এবং যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলো এড়িয়ে গেছেন।’

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মোহনী নেতৃত্ব বিশ্ব অসীম বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে। মাত্র ২৩ বছরে তিনি ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছেন। পবিত্র আলোর বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বময়। সত্যিই! তাঁর নেতৃত্ব আপাদমস্তক পরিবর্তন করে দিয়েছিল ব্যক্তি থেকে সমাজ, রান্নাঘর থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থা।[৫]

আবদুল কাদির আস-সুফি তাঁর *The way of Muhammad* বইয়ে লিখেছেন—

> ‘আশ্চর্যজনকভাবে খুব কম সময়ে কিছুসংখ্যক অনুসারী নিয়ে তিনি দল গঠন করেছিলেন। এমন একটি দল; যারা ছিলেন তাঁর মাধ্যমে নির্দেশিত। নবিজির উপস্থিতিতে তাঁরা হতেন উদ্ভাসিত। তাঁর সুন্নাহর মাধ্যমে হতেন পবিত্র এবং তাঁর কাছে আসা ওহির মাধ্যমে পরিচালিত হতেন।’[৬]

নবি-রাসূলের বার্তার উৎস ছিল এক

আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে পৃথিবীতে নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। উদ্দেশ্য— তাঁরা যেন মানবজাতিকে মহান আল্লাহর ইবাদতের শিক্ষা দিতে পারেন। মানুষ যদি এই শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তাদের করা হবে পুরস্কৃত। আর যদি অস্বীকার করে, তাহলে তাদের চিরকালের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

---

[৪] ইবনে কাসির, *তাফসিরে ইবনে কাসির*

[৫] দেখুন পঞ্চম অধ্যায়

[৬] মুসলিম : ৭৪৬

নবিজির বৈচিত্র্যময় নেতৃত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে পুরো পৃথিবীতে নজির স্থাপন করেছেন। যারা নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করেন, তাদের কাছে এ বিষয়ে তিনি আদর্শের মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নবি ও রাসূল, মুসলিম উম্মাহর নেতা, বিচারক, শিক্ষক, পরিচালক, পরিবারের কর্তা, ব্যবসায়ী; এমনকি মিলিটারি কমান্ডার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। নেতৃত্বের গুণাবলি কেবল নিজের কাছে না রেখে তিনি সেগুলোর একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন, যেন সবাই শিক্ষা নিতে পারে। তাঁর এই মহান দায়িত্বসমূহ নিয়ে নিচে কিছু আলোচনা করা হলো—

সর্বশেষ রাসূল

মানবজাতির জন্য পৃথিবীতে পাঠানো সর্বশেষ নবি ও রাসূল হলেন—মুহাম্মাদ (সা.)। কুরআনে বলা আছে—

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا -

'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষনবি। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।' সূরা আহজাব : ৪০

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, রাসূল (সা.) ছিলেন শেষ নবি। আল্লাহর এমন ঘোষণার পর নতুন করে কোনো নবি কিংবা রাসূল আসার সুযোগ নেই।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

> 'আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবিগণের অবস্থা এমন—এক ব্যক্তি একটি গৃহ নির্মাণ করল, তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল; কিন্তু একপাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল—"ওই শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হলো না কেন?" তখন আমি বললাম—"আমিই সেই ইট। আর আমিই সর্বশেষ নবি।"'[৭]

আদম (আ.) থেকে শুরু করে নবিদের আগমনের গতিপথে রাসূলুল্লাহ (সা.) হলেন শেষ পেরেক। তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে নবুয়তের ধারা। আল্লাহর দ্বীন কিয়ামত অবধি চলবে, কিন্তু পৃথিবীতে আর কোনো নবির আগমন ঘটবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল মানুষকে ইসলামের পথে ডাকা, তাদের পথপ্রদর্শন ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা।[৮]

---

৭ বুখারি, ভলিওম ৪, হাদিস : ৩৩১

৮ সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভি, *সিরাতুন্নবি*, মুহাম্মাদ সাইদ সিদ্দিকি অনূদিত (Lahore : Kazi Publications, 2000), Vol. 3, p.39.

দুনিয়াতে বেঁচে থাকার অর্থ ও উদ্দেশ্য; দুটো বিষয়ই তিনি সবার সামনে পরিষ্কার করেছেন। নবিজির শিক্ষাদান ছিল তিন ধরনের—আল্লাহর ইবাদতের ধারণা (তাওহিদ); সঠিক কাজকর্ম, হাশর ও আখিরাত।[৯] এ কাজ করতে গিয়ে তাঁকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল প্রবল প্রতিরোধের। কিন্তু সকল প্রতিরোধের পাহাড় মাড়িয়ে তিনি তাওহিদকে সমুন্নত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উম্মাহর নেতা

নির্যাতনের একপর্যায়ে মহান আল্লাহর নির্দেশে মাতৃভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন প্রিয় নবিজি। মদিনায় হিজরতের পর সবাই তাঁকে গ্রহণ করল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। এরপর তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে সবার সামনে মদিনা সনদ তথা সংবিধান প্রণয়ন করলেন।

এই সনদের মাধ্যমে সেখানকার মুসলিম অধিবাসী, হিজরতকারী এবং ইসলামের জন্য যারা সংগ্রাম করছে, তাদের একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। মূলত সেই সম্প্রদায়কেই বলা হয় ‘উম্মাহ’। পরবর্তী সময়ে ‘উম্মাহ’ শব্দটি বিশ্বব্যাপী মুসলিম ভ্রাতৃত্বের জন্য প্রয়োগ করা হয়।

‘মদিনা সনদ’ ইসলামের প্রথম রাজনৈতিক ব্যবস্থা লিখিত রূপ। এই সনদ নবিজিকে সমাজের প্রধান নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইহুদি-নাসারারাও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, দ্বন্দ্বের মীমাংসা এবং বহিরাগতদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তাঁকে মেনে নিয়েছিল। তারা জানত—একমাত্র তিনিই এর উপযুক্ত ব্যক্তি।

একজন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) সামাজিক রীতিনীতিকে বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। তিনি কুরআনের আলোকে আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করতেন। সৈন্যবাহিনী তৈরি করে তাদের বিভিন্ন অভিযানে যাওয়ার নির্দেশনা দিতেন। আর যখন নতুন কোনো এলাকা জয় করতেন, তখন সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে তা পরিচালনা করতেন।[১০]

পরামর্শদাতার মতামত তাঁর নিজের মতামতের চেয়ে উত্তম হলে তিনি তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। সিরাতগ্রন্থগুলো পর্যবেক্ষণ করলে এর অহরহ বর্ণনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে চুক্তি, গনিমত বণ্টন, সৈন্যদের অস্ত্র কেনা, গভর্নর ও বিচারক নিয়োগ, দ্বন্দ্ব মিটমাট, দূতদের পাঠানোর খরচ, অধ্যাদেশ দেওয়া, ইসলামে আসা নতুন মুসলিমদের সমস্যা নিষ্পত্তি, শরিয়াহর আলোকে আইন প্রণয়ন, দোষীদের শাস্তি দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের দেখভাল করাসহ যাবতীয় বিষয় তাঁকে তত্ত্বাবধান করতে হতো।

---

[৯] নাজিম উদ্দীন বামাতে, *Mohammed in Encyclopaedia Britannica* (Chicago, 1971), Vol. 15, p.640; এস দাউদ শাহ *Prophet Muhammad (pbuh) as a Teacher* (Riyadh : Darussalam, n.d.), p.103.

[১০] আবদুল রাশিদ মতিন। *রাষ্ট্রবিজ্ঞান : একটি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি* (London : Macmillan Press, 1996), p.91.

পশ্চিমা মানদণ্ডে নেতৃত্বের গুণাবলি

আমরা এখন কোনো রকম পক্ষপাত ব্যতিরেকে পশ্চিমা লেখকগণ প্রণীত সফল নেতৃত্বের গুণাবলির আলোকে নবিজির নেতৃত্বকে মূল্যায়ন করব। এর মাধ্যমে দেখব—রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম উম্মাহর নেতা হিসেবে তথা গোটা দুনিয়ার নেতা হিসেবে কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

Passion for Excellence বইয়ের লেখক ওয়েস্টার্নার্স, টম পিটার এবং ন্যান্সি অস্টিনের মতে—

> ‘নেতৃত্ব হলো ত্যাগ-তিতিক্ষা, ভালোবাসা, ভয়হীনতা, নম্রতা, ও সুশৃঙ্খলতা।’[১১]

এই লেখকরা হয়তো কস্মিনকালেও ভাবেননি, তাদের বর্ণনাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুণাবলির মধ্যে পড়ে যাবে।

তারা যে লিডারশিপের গুণাবলি নির্ধারণ করেছে সেগুলো হলো—

মৌলিক গুণাবলি

১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় অবিচল
২. নীতিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব

সাধারণ গুণাবলি

১. অনুসারীদের নিয়ে উদ্‌বেগ
২. নেতৃত্বের উদাহরণ সৃষ্টি
৩. মানবিক ও সেবামূলক নেতৃত্ব
৪. ক্ষমাশীল
৫. পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা
৬. সবকিছুকে সহজ করা
৭. উদার ও আত্মত্যাগ

[১১] টম পিটার ও ন্যান্সি অস্টিন *A Passion for Excellence : the leadership difference* (New York : Random House, 1985)

অন্য গুণাবলি

৮. সক্ষমতা

৯. সাহস ও সাহসিকতা

১০. বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যবাদিতা

১১. ধৈর্য ও অধ্যবসায়

১২. আশাবাদী, প্রফুল্ল, আত্মবিশ্বাসী

১৩. নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনকারী

১৪. আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং আত্মশৃঙ্খলার উন্নয়ন

১৫. দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন

নেতৃত্বের এই গুণাবলি নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব—

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃঢ় অবিচল

দূরদর্শিতা ও অনড় মনোবলই পথের সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। একজন দূরদর্শী এবং দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন নেতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অর্জন ছিল অধিক টেকসই। বাস্তবিক অর্থেই তিনি ছিলেন একজন মহান সংস্কারক।

একজন প্রকৃত নেতা লক্ষ্য অর্জনের দিকে সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। নবুয়তলাভের পর নবিজি নিবিষ্ট ধ্যানে মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ইবাদতের আহ্বান করতে শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট; দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান জানানো। এটা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ব্যক্ত করেন—

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

‘বলো—নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব।’ সূরা আনআম : ১৬২

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মিশনে ছিলেন অটল, অনড়। ফলে তাঁকে ক্ষুধার যন্ত্রণা, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, হত্যার হুমকি সহ্য করতে হয়েছে। মিশন বন্ধ করার জন্য তাঁকে অনেক লোভনীয় প্রস্তাবের দিকে তাড়িত করার সব রকম প্রচেষ্টাই চালানো হয়েছে। কিন্তু নবিজি সেগুলো অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে নাকচ করে দেন।

ধনী হওয়ার লোভ কিংবা উদ্দেশ্যকে ছাড় দেওয়ার লেশমাত্র মানসিকতা তাঁর ছিল না। কারণ, তিনি জানতেন—তিনি একজন নবি এবং একটি পবিত্র মিশনের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে। একবার মক্কার নেতারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ডেকে বলল—

‘তুমি নতুন এক ধর্ম নিয়ে এসেছ, যা আমাদের ধর্ম থেকে ভিন্ন। পূর্বপুরুষদের নিয়ে তুমি উলটা-পালটা বলে আমাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছ। যদি এসব ধনসম্পদ পাওয়ার

জন্য করো, তাহলে আমরা তোমাকে মক্কার সবচেয়ে মক্কার ধনী বানিয়ে দেবো। তুমি আমাদের নেতা হতে চাইলে মক্কার সবচেয়ে বড়ো নেতা বানাব; সবাই তোমার কথা শুনবে। তুমি যদি রাজত্ব চাও, তাহলে আমরা তোমার জন্য রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দিয়ে রাজা হিসেবে মেনে নেব। আর তোমাকে যদি অন্য কিছু ভর করে থাকে, তাহলে আমাদের বলো—আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত।'

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং কুরাইশ নেতাদের তাঁর মিশনের ব্যাপারে পূর্ণ ধারণা দিয়ে বললেন—

'তোমরা যা প্রস্তাব করেছ, তা আমার প্রয়োজন নেই। আমি কিছু চাই না। না ধনসম্পদ, না সাম্রাজ্য, না নেতৃত্ব। আমাকে নবি হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেও। আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি সবার কাছে সেই বাণী পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে। আর এটা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই।'[১২]

কুরাইশ নেতারা তাঁকে থামানোর জন্য বারবার আবু তালিবের কাছে গিয়ে নালিশ করতে লাগল। তাদের প্রতি খুব বিরক্ত হয়ে একবার আবু তালিব নবিজিকে ডেকে এ কাজ থেকে দূরে থাকার অনুরোধ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন—

'হে আমার চাচা, আল্লাহ কসম! যদি তারা আমার এক হাতে সূর্য এবং আরেক হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি আমার মিশন থেকে একচুলও নড়ব না; যতক্ষণ আমার রব আমাকে বিজয় দান করেন।'

এ কথা শুনে আবু তালিব বললেন—

'যাও, তুমি তোমার কাজ করতে থাকো। আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে আছি।'[১৩]

নীতিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ প্রদত্ত নীতি ও নেতৃত্বকেন্দ্রিক নীতি; দুটোই বাস্তবে অনুসরণ করেছেন এবং সবার জন্য তা উদাহরণ হিসেবে পেশ করে গেছেন। আমেরিকার শিক্ষাবিদ স্টিফেন কোভি তার ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উন্নয়নের জন্য নীতিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব নিয়ে গবেষণা করেন।[১৪] তিনি বলেন—

'একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ মান তার বাস্তবিক কাজের ভিত্তি তৈরি করে।'

এটাই আল্লাহর সকল নবি-রাসূলের পথ। আল্লাহর পথে চলতে হলে আন্তরিকতার সাথে চলতে হবে। মালয়েশিয়ার ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ইসমাইল নুর লিখেছেন—

'নীতিকেন্দ্রিক নেতৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে নৈতিকতা এবং নীতিমালার সমন্বয়। যেমন : স্বচ্ছতা, সমঅধিকার, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, বিশ্বস্ততা হলো সর্বজনীন আইন। নীতিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব

---

[১২] ইবনে হিশাম (এডিশন), ইবনে ইসহাক লিখিত *সিরাতুন্নবি*, আলফ্রেড গিয়াম অনূদিত (Oxford, UK: Oxford University Press USA, 2002), Vol. I, pp.295-96.

[১৩] *ইবনে হিশাম*, ভলিওম ১, পৃ.-২৬৫-৬৬

[১৪] স্টিফেন কাভারি, *Principle Centred Leadership* (New York : Simon and Schuster, 1991)

যারা পরিচালনা করেন, তারা সবার আগে তাদের জীবনে, সম্পর্কে, সমাজে, চুক্তিতে, মিশনে এসব নীতি প্রয়োগ করে গেঁথে নেন।

বিশ্বাসই হলো নেতৃত্বের মূলমন্ত্র। যখন কারও প্রতি বিশ্বাসের মান অনেক বেশি থাকে, তখন আমরা তাকে খুব সহজেই গ্রহণ করি, আপ্যায়ন করি, সহজেই তার সাথে একটা বোঝাপড়ায় চলে যাই। যখন মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্বের চেয়ে চরিত্রের দিকে বেশি নজর দেয়, তখন সম্পর্ক বেশি দিন টেকে।

ব্যক্তিত্ব হলো নতুন কোনো কিছুতে দক্ষতা অর্জন কিংবা নিজেকে অন্যরূপে উপস্থাপন করা। আর চরিত্রের উন্নতি বলতে বোঝায়— অভ্যাস পরিবর্তন, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, গুণাবলির উন্নয়নে মনোনিবেশ এবং ওয়াদা রক্ষা করা। সুতরাং চারিত্রিক উন্নয়ন হলো নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি।'[১৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বলেন—

'চারিত্রিক গুণাবলিকে নিখুঁত করার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।'[১৬]

আরও দুটি উদাহরণ আছে, যা পড়লে আমরা বুঝতে পারব—রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নীতিতে অটল ছিলেন। অবস্থা কিংবা পরিস্থিতি যা-ই থাকুক না কেন, তিনি কিছুতেই তাঁর নীতিতে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না।

'তারা কামনা করে—যদি তুমি আপসকামী হও, তবে তারাও আপসকারী হবে।' সূরা কলম : ৯

জাবির ও আত-তাবারানি থেকে বর্ণিত আছে—

'মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এসে প্রস্তাব দিলো—"এক বছর আমরা তোমার ঈশ্বরের ইবাদত করব, আরেক বছর তুমি আমাদের ঈশ্বরের ইবাদত করবে।" ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন—"আল আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আল ওয়ালিদ ইবনে আল মুগিরা, উমাইয়া ইবনে খালাফ, আশআস ইবনে ওয়ায়েল আস-শামি এবং আরও কয়েকজন মুশরিক মিলে কাবা প্রাঙ্গণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাদের ঈশ্বরের ইবাদত করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।" তারা আরও বলল—"আমাদের ঈশ্বরের চেয়ে তোমার ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হলে তা আমাদের জন্যই তো ভালো। কিন্তু যদি তোমার ঈশ্বরের চেয়ে আমাদের ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়, তাহলে তুমি তা থেকে সুবিধা পেতে বঞ্চিত হলে।"'[১৭]

আল্লাহ এর সাথে সাথে সূরা কাফিরুন নাজিল করে তাদের জানিয়ে দিলেন—

---

[১৫] ইসমাইল নুর, *নবি মুহাম্মাদের নেতৃত্ব*

[১৬] *আল মুয়াত্তা*, অধ্যায় ভালো চরিত্রের, হাদিস ৮

[১৭] আজমান হুসাইন, রোজহান উসমান এবং তারেক আল সুওয়াইদায়ান, *নবি মুহাম্মাদ :*

> ‘বলো—“হে কাফিররা! তোমরা যার ইবাদত করো, আমি তার ইবাদত করি না এবং আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদত করছ, আমি তার ইবাদতকারী হব না। আর আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।”’ সূরা কাফিরুন : ১-৬

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন থেকে ছাড় না দেওয়ার আরেকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। এমন একটি ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় তায়েফের বনু সাকিফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ করার সময়। তারা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য জাকাত না দেওয়ার শর্ত দিলো। অনেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ছাড় দেওয়ার জন্য বললে তিনি তা দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিলেন। আর সবার উদ্দেশে বললেন—‘যে সালাত ও জাকাতের মধ্যে বিচ্ছেদ করে, সে মুসলিম নয়।’